দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 OCT 1985

পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ...

শিক্ষাব্যবস্থা : মুক্ত আলোচনা

দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ এখন সত্যি সত্যি জরুরী হয়ে পড়েছে। শিক্ষাঙ্গনগুলো নানা ধরনের সংকটে জর্জরিত। সেশন জট থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝনঝনানি ইতিমধ্যেই অভিভাবকদের শংকিত করে তুলেছে। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে দিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এসিড নিক্ষেপ থেকে অপহরণের ঘটনাও ঘটছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে। স্কুলে বিনামূল্যে বই বিতরণ থেকে পাঠ্যতালিকা, বইয়ের ভুলভ্রান্তি, জটিলতর পাঠপদ্ধতি, ঘনঘন কারিকুলাম পরিবর্তন আর পরীক্ষাপদ্ধতি, বৈষম্যমূলক শিক্ষার উপস্থিতি সব কিছু মিলে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই।

দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সুশৃংখলা আনার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সকল মহলই আগ্রহী। এ ব্যাপারে জাতীয় কনসেনসাসেরও প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। দেশে নিরক্ষরের হার শতকরা সত্তরেরও ওপরে। জাতীয় সমৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক মানুষকে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার আলো সবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতেই হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।

চ্যান্সেলরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপদেষ্টা ও জাতীয় ছাত্র পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব আবদুল কাশেম চৌধুরী সোমবার জানিয়েছেন যে দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ওপর শীঘ্রই একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। আমরা চাই এই মুক্ত আলোচনায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক সংকটই পর্যালোচনা করা হোক। এতে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা থেকে ঘনঘন পরিবর্তনশীল কারিকুলাম, পরীক্ষাপদ্ধতি থেকে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে নিরস্ত্রীকরণ ও শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষার মান, কারিগরি শিক্ষা থেকে মানবিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা দ্রুত সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি সকল বিষয়ই গুরুত্ব ও ধৈর্য সহকারে আলোচিত হবে বলে আমরা আশা রাখি। এবং সেই আলোচনা থেকে এই স্থায়ী শিক্ষানীতি প্রণীত হবে বলে আমাদের আশা। এর আগেও এ ধরনের একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে সেই আলোচনার পুরোপুরি সুফল আমরা পাইনি। তার আগে কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টও বাস্তবায়িত হয়নি।

তবে জাতির সামগ্রিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেই হবে। তাছাড়া দেশের অব্যাহত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বার্থে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটানোর জন্য একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করাও প্রয়োজন। তা না হলে, সামগ্রিকভাবে আমরা যতটা পিছিয়ে পড়েছি, তার পূরণ করা সাধ্যাতীত হয়ে পড়বে।